আজ বিশ্ব শিশু দিবস

আজ ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। বিশ্বজুড়ে শিশুর অধিকার সুরক্ষায় ১৯৮৯ সালের এই দিনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার কনভেনশন বা সনদ (সিআরসি) গৃহীত হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

প্রতি বছরই জাতিসংঘ কোনও না কোনও থিম ঠিক করে। জাতিসংঘের বিশেষ সংগঠন ইউনিসেফ বছরভর বিশ্ব জুড়ে শিশুদের জন্য নানা জায়গায় কাজ করে। তারাই এই বছরের থিম ঠিক করেছে।

দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য– ‘অন্তর্ভুক্তি, প্রত্যেক শিশুর জন্য’। অর্থাৎ যে কোনো সমাজ, সম্প্রদায় বা জাতীয়তার প্রত্যেক শিশু সমান অধিকারের অধিকারী। এ দিবস বিভিন্ন সভ্যতার শিশুদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার ওপরেও জোর দেয়।

বিশেষ এই দিনে ইউনিসেফ শিশুদের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো সমাধানে সমর্থন আদায় করে; শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ায় এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহের গনঅধিকার পরিষদের জনসভায় ভিপি নূর

গনঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে রাজনীতির যে জমিদারী প্রথা চলে আসছে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী আর এমপির ছেলে এমপি হবে এটা চলতে দেওয়া হবে না। এজন্য আমরা পরিবর্তনের রাজনীতি নিয়ে মাঠে নেমেছি। আগে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন হতে হবে, তারপর দেশের। আগষ্ট বিপ্লবের এই নতুন স্বাধীনতা আমাদের নতুন স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। আমরা আর কোন দেশের দাসত্ব করতে চাই না।

বাংলাদেশ সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেল করে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

তিনি বলেন, গত ৫ দশকে যারাই ক্ষমতায় গেছেন তারাই দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, মালেশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পাচার করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার থেকে শুরু করে প্রাইমারী স্কুলের পিয়ন সকলেই দূর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। গনঅধিকার পরিষদ দুর্নীতির মুল উৎপাটন করে সমৃদ্ধশীল দেশ ও জাতি গঠনে মাঠে নেমেছে। নুরুল হক নুরু আজ শনিবার বিকালে ঝিনাইদহ উজির আলী হাইস্কুল মাঠে এক বিরাট গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

গত আগষ্ট বিপ্লবে গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ঝিনাইদহ গণাধিকার পরিষদ এই গণসমাবেশের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও গনঅধিকার পরিষদের জেলা সভপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁন।

অন্যান্যের মধ্যে সিনিয়র যুগ্ম সাধরন সম্পাদক হাসান আল মামুন, শাকিলউজ্জামান, এ্যাড নূরে এরশাদ সিদ্দিকী, মাজেদুল হক, গোলাম সরোয়ার, জাহিদুর রহমান, তৌফিক শাহরিয়ার খান, রবিউল ইমলাম, খুলনার সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল, রাজশাহীর সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন কবির, তোফাজ্জেল হোসেন, বরিশালের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড খালিদ হাসান, মুক্তিযুদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোক্তারুজ্জাম বেলু, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক বরকত আলী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ জেলা গনঅধিকার পরিষদের সাধরণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন। নুরুল হক নুরু আরো বলেন, থানার ওসি, ইউএনও, এসপি, ডিসি, সকলেই সাধরণ ছাত্র জনতার রক্তের উপর পা দিয়ে নুতন করে পদায়ন হয়েছে। কাজেই এই কথাটি খেয়াল রেখে আপনাদের কাজ করতে হবে। শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করলে কাউকে ছাড়া হবে না।

তিনি বলেন, শেষ সময়ে এসে সাবেক প্রধান মন্ত্রী ফ্যাসিবাদের জননী শেখ হাসিনা মানসিক বিকার গ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সে কারনেই তিনি বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্ট ড. ইউনুসকে জেলে পাঠাতে

চাইছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে খুনি শেখ হাসিনা বলেতেন তিনি নাকি দেশের মানুষকে খাবার দিতেন, ঘরে ঘরে টেলিভিশন দিয়েছেন, হাতে হাতে মোবাইল ফোন দিয়েছেন। এসব কথা বলে তিনি মানসিক রোগীর মত কর্মকান্ড করেছেন। অথচ পালানোর সময় জুতা পর্যন্ত পায়ে দিতে পারেনি। ক্ষমতার লোভে তিনি মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরিবর্তন ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান ও গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁন বলেন, আগামী নির্বাচনে আমরা ক্ষমতায় গেলে জেলার চিকিৎসা খাতে উন্নয়ন এবং বেকার শিক্ষিত যুবকদের চাকরী দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে। প্রতিটা বাড়ি থেকে একজন করে চাকরি পাবেন। দেশে কেউ বেকার থাকবে না।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে আগামী সংসদ নির্বাচন করলে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁনকে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান জানান ভিুপ নুর।

বদলির আদেশ পেয়ে তড়িঘড়ি করে ১২ জনকে ভেণ্ডার লাইসেন্স প্রদান

গত ৩০ বছরে মেহেরপুরে ভেণ্ডার লাইসেন্স (জুডিশিয়াল, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, টিকিট বিক্রেতা) পেয়েছেন ৫২ জন। তার মধ্যে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরেই পেয়েছেন ১২ জন। আওয়ামী লীগ সরকার পরিবর্তনের পরে বদলির আদেশ পেয়ে এ কাজ করেছেন সদ্য বিদায়ী ডিসি মো: শামীম হাসান।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিনামূল্যের ভেণ্ডার লাইসেন্স পেতে এ ১২ জনের জনপ্রতি লেগেছে লক্ষাধিক টাকা। ৩০ বছরের রেকর্ড ভেঙে একই বছরে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে ১২ জনকে ভেণ্ডার লাইসেন্স দিয়েছেন তিনি। বদলি হওয়ার আগে সুকৌশলে তিনি একাজটি করে মেহেরপুর থেকে বিদায় নিয়েছেন। অথচ বছরের পর বছর আবেদন করেও অনেকেই পাননি লাইসেন্স। এমন আবেদনকারীর সংখ্যাও রয়েছে শতাধিক। এছাড়াও ভেন্ডার লাইসেন্স নবায়ন করতেও এলআরফাণ্ডের নামে নিয়েছেন অতিরিক্ত অর্থ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কালের কণ্ঠর প্রতিবেদক । ওলিয়ার জানান, ইউএনও অফিস থেকে আমার ভেরিফিকেশন হওয়ার পরও আমি লাইসেন্স পাইনি। মুজিবনগর থেকে একজন লাইসেন্স পেয়েছেন ৮০ হাজার টাকা দিয়ে। আমি কারো সাথে যোগাযোগ করিনি বলে আমার লাইসেন্স হয়নি। তিনি আরও বলেন, একশ’র বেশি আবেদন জমা পড়ে রয়েছে এখনও।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছিুক পুরাতন একজন ভেণ্ডার প্রতিবেদককে বলেন, একেকজনের প্রায় লক্ষাধিক টাকা লেগেছে লাইসেন্স পেতে। তাকে নতুন লাইসেন্স পাওয়া একজন জানিয়েছেন। তার কথা মত এ অর্থবছরে নিবন্ধন পাওয়া একজনের সাথে বসেছিলেন এ প্রতিবেদক কিছুটা গোপনিয়তা রক্ষা করেন। সাংবাদিক পরিচয় দিলে কথা বলতে না চাওয়ায় কৌশলে নতুন লাইসেন্স পাওয়া ওই ব্যক্তির সাথে বসা হয় লাইসেন্স কিভাবে পেতে হয় তা জানতে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আবেদন করে যোগাযোগ করলে লাইসেন্স পাওয়া যায়। ডিসির এল আর ফান্ডে বেশ কিছু টাকা জমা দিতে হয়। তিনিও সেখানে টাকা জমা দিয়েছেন। গত ৫ সেপ্টেম্বর তারিখ দিয়ে জেলা প্রশাসকের সাক্ষর করা লাইসেন্স তিনি পেয়েছেন ১৭ সেপ্টেম্বর। তবে কত দিয়েছেন এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ভালোই দিয়েছি। প্রশ্ন করা হয় বিভিন্ন জনের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে ৮০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা লেগেছে, আপনারও কি এই পরিমান লেগেছে, জবাবে তিনি বলেন, আমার একটু কম লেগেছে।

মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টের আইনজীবী আল মামুন অনল বলেন, ভেণ্ডার লাইসেন্স ডিসিরা তাদের ক্ষমতায় দেন। তবে একই অর্থবছরে এর আগে এতজন লাইসেন্স পাননি। এবছর এতজনকে লাইসেন্স দেওয়ার পেছনে অনৈতিক দূরভিসন্ধি রয়েছে এটা ধরে নেওয়ায় যায়। সরকার পরবর্তিনের পর সাবেক জেলা প্রশাসক বদলি হওয়ার আগে অতি গোপনে এতজনকে লাইসেন্স দিয়ে গেছেন। এর সুষ্ঠ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সাবেক জেলা প্রশাসন মো: শামীম হাসানের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করে কথা না বলে কেটে দেন। পরে আবার ফোন দেওয়া হলে তিনি রিসিভ করেননি।

দামুড়হুদায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পরে সর্বস্ব খোয়ালেন কৃষক

দামুড়হুদা ডুগডুগি পশুহাটে গরু কিনতে এসে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পরে সর্বস্ব খোয়ালেন কৃষক মহিদুল ইসলাম (৪০)। সে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার বলহরপুর গ্রামের কৃষক বারেকের ছেলে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কোটচাঁদপুর টু দর্শনা বাস যোগে আসার সময় প্রতিমধ্যে যেকোনো স্থানে এঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার বলহরপুর গ্রামের কৃষক বাকেরের ছেলে মহিদুল ইসলাম গরু কেনার জন্য ডুগডুগি পশু হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সকাল আনুমানিক সাড়ে ১১ টার দিকে বলহরপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ডুগডুগি পশু হাটের উদ্দেশ্যে বাসে ওঠে। প্রতিমধ্যে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে তার কাছে থাকা গরু কেনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পুরাটাই নিয়ে নেই অজ্ঞান পার্টি। পরে বাস থেকে তাকে দর্শনার রেলগেট সংলগ্ন স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে রাস্তায় পরে থাকতে দেখে তার কাছে থাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিকট আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করে।

প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ডুগডুগি শশুর বাড়িতে তাকে রাখা হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার কোন হুশ ছিল না।

মেহেরপুরে সাবেক আমীরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের মামলার আসামি ২৩

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালীন আমীর হাজি ছমির উদ্দিনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধে জেলা পরিষদের

সাবেক চেয়ারম্যান হাজি গোলাম রসুলকে প্রধান আসামি করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের ২৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে এক শ থেকে দেড়শ জনকে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামায়াতের সাবেক আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিনের ছেলে তাওফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪(১)(২) উপধারা (১)/৫(১) তৎসহ দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন আদালতের বিচারক শারমিন নাহার মেহেরপুর সদর থানাকে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, বড়বাজার এলাকার যুবলীগ নেতা কাজল দত্ত, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের বারিকুল ইসলাম লিজন, নীলমনি সিনেমা হলপাড়ার যুবলীগ নেতা মাহাবুব হোসেন, ১ নং ওয়ার্ডের জুয়েল হোসেন, মল্লিকপাড়া এলাকার যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পলেন, শাহাজিপাড়ার সজল হোসেন, পন্ডেরঘাট এলাকার বায়োজিদ হোসেন, স্টেডিয়ামপাড়ার তুফান আলী, গোভীপুর গ্রামের গোলজার হোসেন, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের জুয়েল রানা, শহরের পিয়াদাপাড়া এলাকার তৌহিদ হোসেন, চক্রপাড়ার নাসির হোসেন, গোরস্থান পাড়ার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ, নতুনপাড়ার রাজীব হোসেন, বামনপাড়ার দরুদ আলী মেম্বর, বন্দর গ্রামের মোমিন আলী, একই গ্রামের আলতাব হোসেন মহুরি, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের সাজু, একই গ্রামের সামিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কর্মী বোসপাড়ার নিসান সাবের ও লর্ড মার্কেট এলাকার আসলাম খান পিন্টু।

বাদী তার মামলার আরজিতে লিখেছে, আসামীরা ঘটনার তারিখ ও সময়ে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ, দা, শাবল, ধারালো হাঁসুয়া, ছিপদা, রামদা, পেট্রোল বোমা ও পেট্রোল সহ সহ নানা প্রকার দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বে-আইনী জনতাবন্ধে আবদ্ধ হয়ে ওই তারিখে তথাকথিত আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল নামক কোর্টের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছিরে কোরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষনার পরপরই ১ ও ২ নং আসামীর নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল ও বুনো উল্লাস সহকারে “একটা দুইটা জামাত ধর সকাল

বিকাল নাস্তা কর”, “জামায়াতের আস্তানা এই বাংলায় রাখবোনা”সহ নানা প্রকার ভয়ংকর শ্লোগান দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে আসে। আসামীরা তাদের হাতে থাকা শাবল দিয়ে বাড়ীর নিচ তলার বড় ভাই তারিক মোঃ সাইফুল ইসলামের মালিকানাধীন “মেসার্স তাওহীদ অটো” নামক মোটর সাইকেল পার্টস ও খুচরা যন্ত্রাংশের দোকানের সামনে সার্টার ও তালা ভাংচুর করে। আসামীরা ছাড়াও অজ্ঞাত আসামীগণ দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে সমস্ত মালামাল লুটপাট করে। তারা ক্যাশ বাকস থেকে ৮৫ হাজার টাকা চুরি করে নেই। একপর্যায়ে পেট্রোল ঢেলে গ্যাস লাইট দিয়ে দোকানে আগুন লাগিয়ে দেই।

তারা পবিত্র কোরআন শরীফেও আগুন ধরিয়ে দেয়। (যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করে)। দোকানে থাকা টায়ার ও টিউব ব্যাটারীতে আগুন লাগায় আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখায় দোকানের কাঠের র্যাক, শো-কেস সহ সমস্ত জিনিস পত্রাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের কারনে বিল্ডিংয়ের ছাদের ঢালাই পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং ছাদের রড পর্যন্ত গলে বাঁকা হয়ে যায়। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বাদী।

বাদী আরো উল্লেখ করেন, নিচের আগুনের লেলিহান শিখা ভবনটির দ্বিতীয় তলায় পৌছে গেলে সেখানে অবস্থানরত আমার মা, শতবর্ষী দাদী, দুই বছরের শিশু ভাতিজী, আমার স্ত্রী ও বোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ভীত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আকুতি করতে থাকে। আসামীরা আমাদের পরিবার বর্গকে হত্যার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ পথের লোহর কেচি গেট রামদা ও দেশীয় অস্ত্র দ্বারা কোপাতে থাকে। এঘটনায় দ্বিতীয় তলায় অবস্থানরত নারী, শিশু পরিবারের সদস্যবৃন্দ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে আসামীগণ ভয়ভীতিমূলক বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে বাড়ির সামনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে চলে যায়।

মামলার বাদি তাওফিকুল ইসলাম বলেন, আমার প্রাণ নাশের হুমকি থাকায় এতোদিন মামলা দায়ের করতে পারিনি। মামলাটি আদালত খুশি হয়ে সরাসরি নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো।
মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আমরা এর আগেও এই মামলাটি দায়ের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ আনুকুলে না থাকায় মামলাটি দায়ের করা সম্ভব হয়নি। এখন পরিবেশ সৃস্টি হওয়ায় এই আলোচিত মামলাটি করা হয়েছে। আদালত সন্তুষ্ট হয়ে মামলাটি

সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আদালতে আমরা ন্যায় বিচার পাবো।

এদিকে তৎকালীন জেলা জামায়াতের আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিন বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমার বাড়ি ঘরে আগুন জালিয়ে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার।

গাংনীতে দেশীয় অস্ত্র ও গুলিসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ২ নেতা আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে গুলি ও বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনি। আজ শনিবার ভোররাতে যৌথ বাহিনির একটি টিম গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা রাজন আলী (২৯) ও একই গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রাকিবুল ইসলাম (৩৫)। এদের কাছ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ২৭টি অস্ত্রর মধ্যে ১৬টি ছোট বড় হাসুয়া, একটি কুড়াল, ১টি চাপাতি, ১টি দা, ছুরি ৩ টি, রড ৪ টি ও আঁকড়া ১ টি।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনির একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চরগোয়ালগ্রামের নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে রাকিবুল ইসলাম ও রাজনকে আটক করেন। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে একই গ্রামের সবকুল আলীর জামাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮টি রাউন্ড গুলি ও ২৭ টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। যৌথবাহিনির অভিযান টের পেয়ে বাড়ির মালিক লাবলু পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগ নেতা রাজন ও রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। দুজনেই একাধিকবার জেল খেটেছে।
মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধরের ঘটনায় বিএনপির এক সমর্থককে কুপিয়ে আহত করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক নেতাকর্মীরা।

এ ঘটনার জেরে উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে অন্তত অর্ধশতাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। লুটপাট করা হয়েছে শতাধিক বাড়িঘরের আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও গরু ছাগল। বিএনপি সমর্থকরা এসব ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে বলে দাবি আওয়ামী লীগ সমর্থকদের। আজ রোববার ভোরে উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শনিবার বিকেলে ওই এলাকার বাঁকচুয়া লক্ষ্মীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধর করে ওই ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসিরুল ইসলাম ও ছাত্রদলের সভাপতি রিপনসহ কয়েকজন।

এ ঘটনার জেরে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিন্টু মালিতাকে কুপিয়ে আহত করে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা। এ নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রোববার ভোরে ওই ইউনিয়নের তৈলটুপি, ভায়না, বাগআচড়া, দোবিলা, মালিপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েকশত বিএনপি নেতাকর্মী এসে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং লুটপাট করে।

উপজেলা কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল হোসেন দাবি করেন, ভোরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে গ্রামের ঘুমন্ত নিরীহ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে অতর্কিত হামলা করে বিএনপি সমর্থকরা। এ সময় অন্তত অর্ধশতাধিক বাড়িতে ভাঙচুর ও তান্ডব চালোনা হয়। প্রায় শতাধিক বাড়ির আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, ও গরু ছাগল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ অস্বীকার করে ভায়না ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সিরাজুল ইসলাম মাস্টার বলেন, কে বা কারা এসব করেছে সেটি আমরা জানিনা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের নেতাদের নামে মিথ্যা প্রচারণার কারণে আমাদের কয়েকজন কর্মীর সাথে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাকবিতন্ডা হয়। তার জেরে আমাদের মিন্টু মালিতা নামে এক নেতাকে কুপিয়ে আহত করেছে। আমরা তার চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত।

ভায়না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা তুষার দাবি করেন, গতকাল শনিবার রাত থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের পরিকল্পনা চলছিলো বলে আমরা জানতে পেরেছিলাম। পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা অনেকবার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছি । তবে কেউ সেখানে যায়নি। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত একটানা লক্ষ্মীপুর ও বাঁকচুয়া গ্রামে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চলে। যদি আগে থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের কথার গুরুত্ব দিতো তাহলে এই তান্ডব হতো না। এখন আতঙ্কে শত শত মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে খবর পেয়ে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ঘটনাস্থলে যান সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তারা গ্রামের লোকজনের সাথে কথা বলেন। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে উভয়পক্ষকে আহব্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকার

পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। কোনো পক্ষ থানায় মামলা বা অভিযোগ দেয়নি। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডিবির হাতে হাসানুল হক ইনু আটক

১৪ দলের অন্যতম শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

আজ সোমবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। ডিবির গুলশান বিভাগের উপ কমিশনার কাজী জিয়া উদ্দিন গণমাধ্যমকে জানান, ইনুর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। যে কোনো একটা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে।

সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট কেন্দ্রীয় ১৪ দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এর আগে গত ২২ আগস্ট কেন্দ্রীয় ১৪ দলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননও গ্রেপ্তার হন।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে তার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হয়। তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।

সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাসহ সাবেক মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের নামে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা হয়েছে।

১৪ দল নেতা রাশেদ খান মেনন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর নামেও হত্যা মামলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীসভা সদস্যদের নামে গণহত্যার অভিযোগ করা হয়েছে।

এসব মামলায় এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম

সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাঈদ আহমেদ পলক এবং সাবেক উপমন্ত্রী আরিফ খানসহ অনেকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির কার্যালয় পোড়ানোর মামলায় ৪ আসামি আটক

গত ৪ আগস্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয় পোড়ানোর মামলার ৪ আসামিকে আটক করেছে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের আভিযানিক দল।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব-৬।

আটককৃতরা হলো, গোয়ালপাড়া গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে মোঃ অসিম হোসেন (৩৫), পৈলানপুর গ্রামের মৃত শমসের মোল্লার ছেলে আজাদ মোল্লা(৪০), নারায়ণপুর গ্রামের লিয়াকত মোল্লার ছেলে স্বপন মোল্লা (৪২) ও চুয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আত্তাব উদ্দিনের ছেলে সাজিজুল ইসলাম সাজে (৩৪)। সাজিজুল ইসলাম সাজে সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আটককৃতদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

এর আগে গতকাল শনিবার এই মামলায় র্যাব অভিযান চালিয়ে সদর উপজেরার মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলমগীর আজাদ সম্রাটসহ ৬জনকে আটক করে থানায় সোপর্দ করে।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ নায়েব আলীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ রুহুল আমীন।

এসময় প্রধান অতিথি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে বলেন, এদেশে কেউ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেদিকে আমাদের সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দূর্নীতি করে কেউ যেন পার পেয়ে না যায় সেজন্য আপনাদের কে তথ্য দিয়ে প্রশাসন কে সাহায্য করতে হবে। ভাল কে ভাল বলার সৎ সাহস আপনাদের কাছে আমরা কামনা করি। সমাজের ইতিবাচক খবর গুলোকে আপনারা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবেন, যেন সমাজের মানুষ ইতিবাচক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সকল নেতা কর্মী মাদকমুক্ত, দূর্নীতি মুক্ত, দখলদার মুক্ত, টেন্ডারবাজ মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, গ্রুপিং মুক্ত, জামায়াতের মূল শক্তি আল্লাহর উপর ভরসা, ধৈর্য্য এবং দলীয় শৃংখলা তার পরেও যারা আমাদের গালিদেয়, মারে, জেলে পুরে হত্যা করতে চাই, শত্রুতা করতে চাই, তাদের রাজনৈতিক শক্তি কি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি? তারা কি দেশ এবং জাতীর জন্য কিছু করতে চাই না নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনীতি করে? এই প্রশ্ন আপনাদের মাধ্যমে জাতীর কাছে রাখলাম। আমরা বিশ্বাস করি দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি আখেরাতের জীবনের সূচনা, দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজের হিসাব আখেরাতে দিতে হবে ।

দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী আখেরাতের জীবন স্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে সুখ দুঃখ উভয়ই আসে আর আখেরাতে শুধুই সুখ অথবা শুধুই দুঃখ । আমরা জামায়াত কর্মীরা আখেরাতের জীবন কে প্রাধান্য দেয় বলেই দুনিয়ার এই তথাকথিত প্রতিযোগীতায় গিয়ে অর্থশালী হতে আগ্রহী হয়

না। শেখ হাসিনা সরকার এক “দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে সাংবাদিক দের স্বাধিনতা হরণ করেছিল। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এক দলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্য ডিজিটাল আইনে শত শত মামলা করলেও, সাগর রুণীর হত্যা সহ অসংখ্য সাংবাদিক’দের হত্যার বিচার হয়নি। বরং দিনের পর দিন উক্ত হত্যা মামলার বিচার বিলম্বিত করে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমরা চাই আইন বর্হিভূত হত্যার বিচার হোক। সকল দূর্নীতির বিচার হোক। সকলেই আইনের শাসনের আওতায় আসুক। সরকারের সকল কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক সহ সরকারী সকল দপ্তর রাজনীতি মুক্ত হোক।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আবেদ উদ দৌলার সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাও মোঃ আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ মাসুদ পারভেজ রাসেল, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন শাখার আমির মোঃ আবুল বাশার। মতবিনিময় সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া।